SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বাঙালীর অবদান

Malobika Dolui
Ex-Student, Dept. of Sanskrit
Burdwan University
West Bengal, India
Email: malobikadolui2021@gmail.com

Abstract: সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি বেশ প্রাচীন এবং এর শিকড় বৈদিক যুগে রয়েছে। আমরা জানি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা হলেন ভরতমুনি। কথিত আছে প্রজাপতিব্রহ্মা নাট্যবেদ নামে 'পঞ্চমবেদ' সৃষ্টি করেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ভরতমুনির উপর নাট্যশাস্ত্রের শিক্ষার ভার দেন। অতএব, এই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিভিন্ন রাজ্যের পণ্ডিতদের অবদান রয়েছে। ঠিক তেমনি বাঙালী পণ্ডিতদেরও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিশেষ যোগদান রয়েছে। বেশ কিছু বাঙালী নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণমিশ্র ছিলেন একজন সংস্কৃত নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটকটি হল 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক। এই নাটকটিতে নৈতিক বাধার দার্শনিক সমাধান দেখানো হয়েছে। চন্দ্রগামী ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যকার। তাঁর লেখা নাটকটি হল— 'লোকানন্দ' নামক নাটক। বাঙালী নাট্যকার রূপ গোস্বামীর লেখা নাটকগুলি হল— দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব। কবিকর্ণপুর ছিলেন বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সংস্কৃত নাট্যকার। পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটীর নিকটবর্তী কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর (কবিকর্ণপুর) লেখা বিখ্যাত নাটকটি হল 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক নাটক। এই নাটকটি দশ অংকে রচিত। গোপীনাথ চক্রবর্তী ছিলেন একজন সংস্কৃত নাট্যকার। তাঁর লেখা নাটকটি হল— 'কৌতুকসর্বস্ব' নামক নাটক।

বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ভট্টাচার্যের লেখা নাটকটি হল— 'চিত্রযজ্ঞ' নামক নাটক। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন নাট্যকার। তিনি ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় ঊনশিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা নাটক হল 'কংসবধ' এবং 'জানকীবিক্রম' নামক নাটক। দীপক ঘোষ আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যাকাশের নক্ষত্রগুলির মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। তাঁর লেখা কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করা হল— ১) বীরাঙ্গনা, ২) অরণ্যরতি এবং ৩) কণ্ঠনালীতে সূর্য। নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার। তিনি হুগলীজেলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা কয়েকটি নাটক হল— ১) বৈয়াসকি, ২) পান্ডববিক্রম এবং ৩) দ্রৌপদীমানরক্ষণ। এছাড়া আরও অনেক বাঙালী পন্ডিত সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে তাঁদের লেখা রচনাবলীতে পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করেন।

Keywords: নাট্যশাস্ত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, লোকানন্দ, দাসকেলিকৌমুদী, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, কৌতুকসর্বস্ব।

ভূমিকাঃ কাব্য ও নাটক হল একে অপরের পরিপূরক এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাব্য ও নাটকের উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলা।

তাই প্রাচীন আলংকারিকরা কাব্য ও নাটককে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। তাঁরা কাব্যকে দুইভাগে ভাগ করেন। যেমন— দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য।

আবার "কাব্যেষু নাটকম্ রম্যম্"—এই কথা থেকে বোঝা যায় যে, সকলপ্রকার কাব্যের মধ্যে নাটক শ্রেষ্ঠ। তবে কাব্য ও নাটকের সত্য এক হলেও যে অর্থে আলংকারিকরা কাব্যকে শ্রব্যকাব্য বলে থাকেন, নাটকের ঠিক সেই অর্থ নয়।

কাব্য হল শ্রব্যকাব্য। চোখে না দেখে শুধু কানে শুনে মনের দ্বারাই শ্রব্যকাব্যের রস গ্রহণ করতে পারা যায়। কিন্তু নাটকের বেলায় চোখ, কান ও মন-এই তিনেরই প্রয়োজন হয়। এই তিনের সমন্বয়ে যে রসলোকের সৃষ্টি হয় তাই নাটকের জগৎ।

কথিত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামে পঞ্চমবেদের সৃষ্টি করেন এবং এই নাট্যবেদের শিক্ষার ভার দেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ভরতমুনিকে। ভরতমুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' সংস্কৃতসাহিত্যে অনন্য। এই নাট্যসাহিত্যটি ৩৬টি অধ্যায় এবং ৬০ হাজার শ্লোকে রচিত।

কাব্যের ধর্ম যেমন কেবলমাত্র ভাব, বস্তু, রীতি বা অলংকার নয়—কাব্যাতিরিক্ত এক অতিব্যঞ্জনা; নাটকের ধর্মও তেমন কেবলমাত্র অভিনেতা, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নয়, সেও রসের এক অতিব্যঞ্জনা।

অতএব নাটকের উদ্দেশ্য হল—

নাটক সকল সময়েই গতিশীল, প্রোজ্জলও হবে। এই গুণগুলি আসবে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাতে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরোধিতায়, ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থার সংঘর্ষে।

নাটকের প্রয়োজনীয়তা হল—

উন্নত একাডেমিক কর্মক্ষমতা, উন্নত সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং যোগাযোগ দক্ষতা তৈরী করা, সামাজিক ও মানসিক বৃদ্ধি, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধান, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহযোগীতা এবং দলগত কাজ। অতএব নাটকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

সুতরাং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বাঙালীর অবদান নিয়ে নিম্নে আলোচনা করলাম। অতএব সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যোগদানকারী বাঙালীরা হলেন—

কৃষ্ণমিশ্র— কৃষ্ণমিশ্র ছিলেন একজন সংস্কৃত নাট্যকার এবং 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের জন্য বিখ্যাত। এটি একটি ধ্রূপদী সংস্কৃত নাটক, যেখানে নৈতিক বাধার দার্শনিক সমাধান দেখানো হয়েছে।

অত্যন্ত চঞ্চল বালকদের যেমন নীতিজ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাককূর্ম্মাদির কথাচ্ছলেতে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া হয়, তেমনি সতত বিপথগামি পুরুষদের তত্ত্বজ্ঞান দেওয়ার জন্য নাট্যচ্ছলে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক নাটকের উপদেশ দেওয়ার জন্য গ্রন্থকর্তা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেছেন—

মধ্যাহ্নার্কমরীচিকাস্বিব পয়ঃ পূরোযদজ্ঞানতঃ, খং-
বায়ুর্জ্জ্বলনোজলং ক্ষিতিরিতি ত্রৈলোক্যমুন্মীলতি।
যত্তত্বং বিদুষাং নিমীলতি পুনঃস্রগ্ভোগিভোগো-
পমং, সান্দ্রানন্দমুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং মহঃ॥[1]

চন্দ্রগোমী (৬-৭তম শতাব্দী)— চন্দ্রগোমী ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যকার, শিক্ষাবিদ এবং সর্বোপরি সংস্কৃত বৈয়াকরণ। তিনি নালন্দা মহাবিহারের আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটকটি হল— 'লোকানন্দ' নামক

নাটক।

এটি একটি ঐতিহাসিক নাটক, যেখানে লোকানন্দের চরিত্র (লোকানন্দ একজন রাজা, যিনি তাঁর শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপন করতে চান) ও বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রস্তাবনাসহ চার অংকে রচিত এবং ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্যের মানুষ গীত ও নৃত্য সহযোগে এটি পরিবেশন করতেন।

রূপ গোস্বামী (আনুমানিক১৪৮৭-১৫৬৪)— তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃত নাট্যকার, যিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখা তিনটি নাট্যগ্রন্থ হল—

১।দানকেলিকৌমুদী

২।বিদগ্ধমাধব

৩। ললিতামাধব

নাট্যকারের নিজের ভাষায় 'দানকেলিকৌমুদী' একটি ভাণিকা শ্রেণীর উপরূপক। এটি এক অংকে রচিত।

এই নাটকটির বিষয়বস্তু হল— 'সুদেব যজ্ঞ সম্পাদনে রত'। গোবিন্দকুন্ডের সামনে উপস্থিত যজ্ঞস্থলে অন্য গোপীগণসহ রাধা কুম্ভে সদ্য ঘৃত বহন করেছেন। সানুচর কৃষ্ণ তাঁদের পথ রুদ্ধ করে শুল্ক দাবী করেছেন। কারণ, যে বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা, তাঁর অধিপতি হল শ্রীকৃষ্ণ।

এই দাবী নিয়ে বিবাদ শুরু হল। অবশেষে পৌর্ণমাসি নামক দূতী রাধাকেই উপযুক্ত শুল্কস্বরূপ কৃষ্ণকে দান করবার প্রস্তাব করল। কৃষ্ণের হাতে তাকে (রাধাকে) শুল্করূপে সমর্পণ না করবার অনুরোধ ক্রমে রাধা পৌর্ণমাসিকে বলেছেন—

ভ্রাম্যত্যেষ গিরেঃ কুরঙ্গকুহরে কৃষ্ণো ভুজঙ্গাগ্রণীঃ
স্পৃষ্টো যেন জনঃ প্রয়াতি বিষমাং কামপ্যসাধ্যাং দশাম্।
নাভদ্রং ন চ ভদ্রমাকলয়িতুং শক্তাস্মি দৃষ্টিচ্ছটা-
মাত্রেণাস্য হতাহমিচ্ছসি কুতঃ প্রক্ষেপ্তুমত্রাপি মাম্।।[2]

'বিদগ্ধমাধব' নাটকটি সাত অংকের নাটক। সাতটি অংক হল— বেণুনাদবিলাস, মন্মথলেখ, শ্রীরাধাসংঙ্গম, বেণুহরণ, রাধাপ্রসাদন, শরবিহার, এবং গৌরীতীর্থবিহার।

এই নাটকে পূর্বরাগ থেকে শুরু করে সংকীর্ণ সম্ভোগ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বৃন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপে দেখানো হয়েছে।

কবিকর্ণপুর— তিনি চৈতন্যভক্ত, বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সংস্কৃত নাট্যকার। তাঁর প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটীর নিকটবর্তী কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর জন্ম।

কবিকর্ণপুর নাকি অতি অল্প বয়সেই পিতা শিবানন্দ সেনের কবিত্ব শক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এইজন্য স্বয়ং চৈতন্য তাঁকে কবিকর্ণপুর (কবিগণের কর্ণভূষণ) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর লেখা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক নাটকটি দশ অংকে রচিত (১৫৭২ খৃঃ)।

এই নাটকের দশটি অংক হল—

১) স্বানন্দাবেশ, ২) সর্বাবতার দর্শন, ৩) দানবিনোদ, ৪) সন্ন্যাস পরিগ্রহ, ৫) অদ্বৈতপুরবিলাস, ৬) সার্বভৌমানুগ্রহ, ৭) তীর্থাটন, ৮) প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ, ৯) মথুরাগমন এবং ১০) মহামহোৎসব।

এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হল— নাট্যকার যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জনসাধারণের

স্মৃতিপটে যে ঘটনাবলী তখনও বিরাজমান, সেটাই নাটকটির প্রধান উপজীব্য বিষয়।

কবিকর্ণপুরের রচনায় নিদর্শনস্বরূপ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের একটি শ্লোক উল্লেখ করা হল—

আশ্চর্যং যস্য কন্দো যতিমুকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্রিভুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাস্যা রসময়বপুষঃ স্কন্ধশাখাস্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতলং ষৎ॥[3]

গোপীনাথ চক্রবর্তী— ইনি ছিলেন একজন সংস্কৃত নাট্যকার। তাঁর রচিত প্রহসনের নাম 'কৌতুকসর্বস্ব'(১৮২৮)। এই নাটকটি দুই অংকে রচিত। গদ্য ও পদ্য সংলাপের ব্যবহার এই নাটকে দেখা যায়।

এই নাটকটি শারদীয়া উৎসবের জন্য রচিত। এই নাটকের বিষয়বস্তু হল— লম্পট রাজা কলিবৎসল গঞ্জিকাসেবী ও নানারূপ ব্যসনাসক্ত। সদ্ব্রাহ্মণ সত্যাচারের প্রতি রাজা দুর্ব্যবহার রত।

প্রজাগণ অপরের উৎপীড়ন, মিথ্যাভাষণ এবং ধার্মিকগণের অবজ্ঞা প্রভৃতি কর্মে নিপুণ। সেনাপতির অসীম সাহস; তিনি ক্ষুরের সাহায্যে মাখন কাটতে পারেন, মশকদর্শনে কম্পিত হন।

কোন গণিকা সংক্রান্ত বিবাদে রাজা জড়িয়ে পড়েন। তিনি মহিষীর দ্বারা আহূত হওয়ায় গণিকা অত্যন্ত কুপিতা হয়। সকলেই যখন গণিকার কোপ উপশমে ব্যস্ত তখন রাজা রাজ্য থেকে সকল ব্রাহ্মণদের নির্বাসিত করেন।

বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ভট্টাচার্য— ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তিনি 'চিত্রযজ্ঞ' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। এই নাটকটি পাঁচ অংকের নাটক। দক্ষযজ্ঞের কাহিনী হল— এই নাটকের উপজীব্য।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৬-১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ)— বিংশ শতাব্দীর একজন নাট্যকার হলো হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনি মহান আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর বংশধর ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় ঊনশিয়া নামক গ্রামে তাঁর জন্ম।

তাঁর পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, মাতা বিধুমুখী দেবী, এবং পিতামহ হলেন কাশীচন্দ্র বাচস্পতি। তিনি পিতা ও পিতামহের কাছে কলাব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সেই 'কংসবধ' নামক নাটক এবং ১৮ বছর বয়সে 'জানকীবিক্রম' নামক নাটক রচনা করেন।

এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল—

১)শংকরসম্ভবম্
২)শিবাজীচরিতম্
৩)বঙ্গীয়প্রতাপম্
৪)মিবারপ্রতাপম্
৫)বিরাজসরোজিনী।

তাঁর রচিত 'বিরাজসরোজিনী', 'মিবারপ্রতাপম্', 'শিবাজীচরিতম্' এবং 'বঙ্গীয়প্রতাপম্' নাটক চতুষ্টয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের বহুল মাত্রায় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

তিনি ১৯৬০ সালে 'পদ্মভূষণ' পেয়েছেন এবং ১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্রপুরস্কার'

পেয়েছেন।

দীপক ঘোষ— তিনি ছিলেন একাধারে বিদ্বান বাগ্মী সুপরিচিত সংস্কৃত সুপণ্ডিত, নাট্যকার। আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যাকাশের নক্ষত্রগুলির মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৪ তারিখে কোলকাতায় সুখরঞ্জন ঘোষ এবং প্রফুল্লনলিনী দেবীর পুত্র দীপক ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন।

'রাজনীতিলীলামৃতম্' কাব্যের সমাপ্তি অংশে নিজের সামান্য পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

"ইতি আপাততঃ সমাপ্তং চিরন্তসমাপ্যং নিরন্তং রাজনীতিদেব্যাঃ লীলাচরিতমবলম্ব্য রাজনীতিলীলামৃতম্ ইতি আধুনিকং সংস্কৃত-কাব্যং বিরচিতং স্বর্গতসুখরঞ্জনঘোষপ্রফুল্ল-নলিনীঘোষজায়য়োঃ পুত্রেণ কলিকাতানিবাসিনাসংস্কৃতাধ্যয়নাধ্যাপনব্রতিনা শ্রীদীপক-ঘোষেণ।"[4]

স্ত্রী ইলা ঘোষের সঙ্গে নাট্যকার বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের বরিশাল জেলা। তিনি কোলকাতার গ্রীনপার্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন।

কর্মজীবনের আরম্ভে তিনি প্রথমে কোলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময়ে 'রিডার' এবং শেষ জীবনে 'প্রফেসর' পদে অলংকৃত করেন।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল—

১) কণ্ঠ নালীতে সূর্য (বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে রচিত)

২) তথাগত

৩) বীরাঙ্গনা (একজন নারী জীবনের বীরের গল্প)

৪) শশাঙ্ক (শশাঙ্ক নামে এক রাজার জীবন)

৫) অরণ্যরতি (সম্ভবত প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে)

৬) রামায়ণ (রামায়ণের মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করে লেখা)

নিৎয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়— নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার ছিলেন। তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ১১৬টি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মা তাঁকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। ওনার লেখা নাটকগুলি 'হাওড়া সংস্কৃতসাহিত্য সমাজ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর লেখা কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের নাম উল্লেখ করা হল—

দ্রৌপদীমানরক্ষণ— এই নাটকে দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকের একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা হয়েছে, যেখানে নাটকের কাহিনী, নাট্যরূপ, নাট্য নির্মাণবিধি এবং নাট্য তত্ত্বের বিচার করা হয়েছে।

বৈয়াসকি (মহাভারত অবলম্বনে)— এটি একটি সংস্কৃত নাটক, যা মহাভারত অবলম্বনে রচিত। এই নাটকের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচন করা হয়েছে।

পাণ্ডব বিক্রম— এটি একটি মহাকাব্য, যার উৎস মহাভারত। এই নাটকে বীররসের প্রাধান্য দেখা যায়।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়— তিনি বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার নহাটা গ্রামে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা প্রমোদা সুন্দরী দেবী।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বরের রচনাবলী সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে।

তাঁর প্রতিটি নাটকে নাট্যভাষার নিরবদ্য সাবলীলতা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন বৈচিত্র্য, নান্দী, ভরতবাক্য সবকিছুতেই মৌলিকতা ও অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর লেখা নাটকগুলি হল—

১. ধরিত্রী পতি নির্বাচনম্ (১৯৭১)
২. অথ কিম্ (১৯৭৪)
৩. ননাবিতাড়ম্ (১৯৭৪)
৪. স্বর্গীয় হসনম্ (১৯৭৭)

বিংশ তথা একবিংশ শতকের আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম অমর অক্ষয় থাকবে।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (২৬ জানুয়ারী ১৮৯৩-২৮ অক্টোবর ১৯৯২)— তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম পঞ্চানন তর্করত্ন।

তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুল থেকে দুটি বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রবেশিকা, রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে সংস্কৃত বি.এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এম.এ পাশ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—

- পুরুষ রমণীয়ম্
- মহাকবি কালিদাস
- মাধুরী সুন্দরম্
- বিবেকানন্দচরিতম্
- দধি আত্মদানম্
- রামকৃষ্ণ চরিতম্
- ঋতুচক্রমনম্

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য— সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বিখ্যাত নাট্যকার হলেন বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন কলকাতায়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা শুরু করেন ১৯৬৭ সালে। তিনি বারোটি নাটক রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। তাঁর রচিত প্রথম সংস্কৃত নাটক হল 'কালিদাসচরিতম্'। এই নাটকে তিনি কালিদাসকে এক নতুনরূপে তুলে ধরেছেন। আমরা কালিদাস সম্পর্কে যে সমস্ত কিংবদন্তির উল্লেখ পাই, যেমন কালিদাস ছিলেন অতীব মূর্খ এবং তিনি গাছের যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডালটি কেটে ফেলেছিলেন।

কালিদাস ছিলেন একজন দরিদ্র ও প্রতিভাবান কবি। কালিদাসের প্রেম ছিল রাজা

বিক্রমাদিত্যের কন্যা মঞ্জভাষিণীর সঙ্গে। আর সেইজন্যই রাজা তাকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর রচিত (বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য) দ্বিতীয় রূপক হল 'গৌরীশঙ্কর'। এই রূপকটি নাটকটিতে মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত। তাঁর লেখা একটি সংস্কৃত সনেট হল 'কলাপিকা' (১৯৬০)। সনেট হল চর্তুদশ মাত্রা এবং চর্তুদশ লাইন বিশিষ্ট অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেট হল ইংরেজি কবিতায় একটি প্রসিদ্ধ ছন্দ। শ্রীভট্টাচার্য এই সনেটের সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ যোগদান রয়েছে আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে। তিনি সাতটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। ভট্টাচার্য মহোদয়ের অন্যান্য রচনাগুলি হল— 'চার্বাকতাণ্ডবম্ নাটক' (চার্বাকমতের সঙ্গে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের বিবাদনির্ভর), 'মার্জিনাচাতুর্থম্ নাটক' (আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী)।

এছাড়াও এমন কতক নাট্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়' যাদের রচয়িতার নাম বাঙালী। বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থও আছে যেগুলির নাম অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এইরূপ গ্রন্থগুলির নাম নিচে দেওয়া হল—

১. পঞ্চানন তর্করত্ন (অমরমঙ্গল)
২. কালীপদ তর্কাচার্য (নলদময়ন্তীয়)
৩. চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (কৌমুদী সুধাকর)

উপসংহারঃ এইভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতীয় বাঙালী পণ্ডিতদের অবদান অনস্বীকার্য। এই বাঙালী পণ্ডিতদের কাজের মাধ্যমেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য একটি সুগঠিত রূপ লাভ করে। এইভাবে সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙালী পণ্ডিতগণ নাটকের তত্ত্ব, পরিবেশনা, উপাদান এবং বিভিন্ন গঠনের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বহন করে। এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে বাঙালি পণ্ডিতরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জ্ঞান আরও গভীর হয়েছে তাঁদের সাহিত্যকর্ম ও গবেষণার মাধ্যমে। এইভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বাঙালি পণ্ডিতদের অবদান অনস্বীকার্য এবং প্রশংসার যোগ্য।

Endnotes

1. 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্'-১/১।
2. 'সংস্কৃত সাহিৎেয় বাঙালীর দান'-৯৬।
3. 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্'-১/৬ ।
4. 'রাজনীতিলীলামৃতম্',পৃষ্ঠা-৮।

Bibliography

- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র, "সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙালীর দান", সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
- "সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান", সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় খন্ড।
- ঘোষ, দীপক, "রাজনীতিলীলামৃতম্", রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, নয়াদিল্লী, ১৯৯৯।
- সরকার, পরিমলকান্তি, "বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা", প্রকাশক- আশাদীপ (ভারত), উনিশ শতক, প্রথম প্রকাশ, ২০২০।
- মিশ্র, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চানন, শ্রীকাশীনাথ, ন্যায়রত্ন, শ্রীগঙ্গাধর, "প্রবোধচন্দ্রোদয়", কলিকাতা।

——